মেহেরপুর হাসানাবাদে মরহুম ইমদাদুল হক স্মৃতি বিজয় কাপ টুর্নামেন্ট খেলার উদ্ধোধন

খেলাধুলা মানুষের মনকে ভাল রাখে। যুব সমাজকে ভাল রাখতে এরূপ আয়োজনের কোন বিকল্প নেই। রাজনীতির সাথে সমাজ সেবার কোন সম্পর্ক নেই।

ভাল কাজের মন থাকলেই সকল কিছু সম্ভব।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় মেহেরপুর সদরের হাসানাবাদ স্কুল মাঠে মহুরুম ইমদাদুল হক স্মৃতি বিজয় কাপ ক্রিকেট খেলার উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বারাদী ইউনিট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বারাদী ইউনিট আওয়ামী লীগ যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম লিটন, হাসানাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এস এম সি সভাপতি বানি আমিন, বারাদী ইউনিট ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, যুবলীগ নেতা আহসান হাবীব, লিটন, রাকিব, ফিরোজ, হাসান প্রমুখ।

- বারাদী প্রতিনিধি

মেহেরপুর শহরের বাইরে ইজিবাইক যাওয়া বন্ধ

মেহেরপুর পৌর এলাকার ইজিবাইক মেহেরপুর শহরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে মেহেরপুর কোর্ট এলাকা, মেহেরপুর কলেজ মোড়, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক, পুলিশ লাইনের সামনে সহ শহরের বিভিন্ন হাইওয়ে সড়ক এলাকায় চেকপয়েন্ট বসিয়ে পৌর এলাকার

ইজিবাইক হাইওয়েতে ওঠা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ।

এখন থেকে পৌর এলাকার ইজিবাইক কেবলমাত্র পৌর এলাকায় চলাচল করবে। হাইওয়েতে কোন রকম ইঞ্জিন চালিত গাড়ি চলতে দেবে না বলে পুলিশ জানিয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

রাষ্ট্রীয় সফরে বীর প্রতীক সাইদুর রহমানসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি দল ভারতে

মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালনকারি আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান বীর প্রতীক সাইদুর রহমান রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে যাচ্ছেন। ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে ৫ বাহিনির ৬ জন বীর প্রতীকসহ মোট ৩৬ জন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

জানা গেছে, ১৬ ডিসেম্বর ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে ৫ দিনব্যাপি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন বাংলাদেশের ৫ বাহিনীর ৫ বীর প্রতীকসহ মোট ৩৬ জনের প্রতিনিধি দল।

এদের মধ্যে সেনা বাহিনীর ২ জন, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের ১ জন করে বীর প্রতিক, ৫ জন সেনাবাহিনির কর্মকর্তাসহ অন্যান্য ২৫ জন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। বিজিবি-র প্রতিনিধি হিসেবে বীর প্রতীক সাইদুর রহমান যাচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে। গত ১২ ডিসেম্বর তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করবেন। সেখানে আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণের পর আজ ১৪ ডিসেম্বর সকালে ইনডিয়ান এয়ারলাইন্সে কলকাতার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বিমানবন্দর পৌঁছবেন।

বেলা ১১টায় ভারতের বিমান বাহিনির প্রতিনিধি দল তাদেরকে অভ্যর্থনা

জানিয়ে হোটেল তাজ বাংলা হোটেলে পৌঁছে দেবেন। সন্ধ্যায় কলকাতার পেনারসেফ গেটে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সাথে ভারতের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে।

১৫ ডিসেম্বর অ্যালবাট এক্কা অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারি ইন্ডিয়ান আর্মিদের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ৩ জন সদস্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে কলকাতার বিজয় সরণিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রতিনিধি দল।

সকাল ১০টায় কলকাতার ভার্তিকায় ভারতের গণমাধ্যম সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে আর্মি অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিজয় দিবসের বিশেষ নৈশভোজে যোগ দেবেন।

১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পরিদর্শন করবেন, বিকেলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন। ১৮ ডিসেম্বর প্রতিনিধি দলটি দেশে ফিরবেন।

বীর প্রতীক সুবেদার মেজর (অবঃ) খন্দকার সাইদুর রহমান জীবনবাজী রেখে অকুতভয় এই বীর সেনানী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে করেছিলেন পর্যুদস্ত। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে তিনি যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলন করার দুঃসাহস দেখান।

এ অসম সাহসী কর্মকান্ডের ১ দিন পর ২৫মার্চ সকালে তিনি পাকিস্তান বাহিনীর কয়েকজন সেনাকে গুলিবিদ্ধ করেন। এ কারণে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটকও হন। পরে ইপি আর সদস্যরা তাকে দরজা ভেঙ্গে মুক্ত করেন।

৩০ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনির ৭২টি কনভয় যশোর প্রবেশ করে। তিনি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের গোলায় সেই বিরাট কনভয়রাশির ভেতর ৫/৭টি ধ্বংস করেন।

৩১ জুলাই জামালপুর জেলার ধামিয়া এলাকায় বীর উত্তম শহীদ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজের নেতৃত্বে তিনি পাকিস্তান বাহিনির মোকাবেলা

করেন। সর্বাত্মক সেই যুদ্ধে ৩০/৩৫ জন সেনাবাহিনী ও ইপিআর সদস্য নিহত হন। সেই মরণপণ যুদ্ধের মুহুর্তে তিনি জীবনবাজী রেখে লড়েন। তিনি ১০/১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত করেন।

কিন্তু নিজের পেটে গুলি লাগে। মারাত্মক আহত তাকে নিয়ে ভর্তি করা হয় ভারতের গোয়াহাটি আর্মি হাসপাতালে। কিছুটা সুস্থ্য হলে দেশে ফিরে সিলেট এলাকায় যুদ্ধে যোগ দেন।
১১ নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাটে মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দীনের নির্দেশে পাকিস্থান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

পাকিস্তান বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমন চালালে বেকায়দায় পড়েন মুক্তিবাহিনি। সে সময় মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দীনের নির্দেশে কৌশলে সকলে সে স্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু সাইদুর রহমানসহ ৫ সৈনিকের নিকট সে নির্দেশ পৌঁছে নি।

তিনি বেপরোয়া ভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর লাগাতার গুলি চালাতে চালাতে তাদের শরীর মাড়িয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে ধারাবাহিক বীরত্বের জন্য বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন।

তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান এবং আলমডাঙ্গার ঘোষবিলা গ্রামের প্রয়াত খন্দকার আব্দুল মজিদের পুত্র।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ভর্তি ও ফরম ফিলাপের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরে দুই শিক্ষক বিদ্যালয়ের রশিদ ছাড়া টাকা উত্তোলন করে এ টাকা আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক গোলজার হোসেন বাদল ও খায়রুল বাশারের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বকুল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ে জাফর আলী নামে একজন হিসাবরক্ষক নিয়োজিত আছেন।

কিন্তু সহকারি শিক্ষক গোলজার হোসেন বাদল ১৯ শত ৫০ টাকা ও খায়রুল বাশার ৩ হাজার টাকা প্রভাব খাটিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থেকে ভর্তি ও ফরম ফিলাপ বাবদ টাকা উত্তোলন করেন। সেই টাকার কোন হিসাব স্কুলে দীর্ঘদিন না দিলে গত বুধবার স্কুলের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে উক্ত টাকার বিষয়টি ধরা পড়ে।

এবং দুই শিক্ষক টাকা আত্মসাতের বিষয়টি স্বীকার করে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত গোলজার হোসেন বাদলের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সহকারী শিক্ষক খায়রুল বাশার টাকার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ঘটনাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনন্দ কুমার শীল ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে দখলদার পাকহানাদার বাহিনী ও তার দোসর রাজাকার আল-বদর, আল-শামস মিলিতভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঠিক দুই দিন পর ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বাধীন বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বিনয় এবং শ্রদ্ধায় কাল জাতি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করবে। একই

সাথে এবারও জাতির প্রত্যাশা, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যারা হত্যা করেছে তাদের মধ্যে যারা বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে আছে অথবা পলাতক আছে তাদের বিচারের রায় কার্যকর করে দেশকে কলংকমুক্ত করা হবে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ নানা পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সকালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, দিনব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা, মৌন মিছিল ইত্যাদি। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আতœ◌ার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো.আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

জাতি এ বছর এমন একটি প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করছে যখন একাত্তরের সেই যুদ্ধাপরাধী ও বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত অনেকের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। মানবতাবিরোধী হত্যা মামলায় দন্ডিত বুদ্ধিজীবী হত্যার অন্যতম জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসির দন্ড কার্যকর হয়েছে। জামায়াতের অপর নেতা মো. কামারুজ্জামান এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার অন্যতম হোতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের নীলনকশা বাস্তবায়নকারী গুপ্তঘাতক আলবদর বাহিনীর প্রধান ও জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির দন্ড কার্যকর হয়। তবে বুদ্ধিজীবী হত্যায় সরাসরি জড়িত চৌধুরী মইনুউদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খান পলাতক থাকায় বিচার এখনও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

চৌধুরী মইনুদ্দীন যুক্তরাজ্য এবং আশরাফুজ্জামান খান যুক্তরাষ্ট্রে পলাতক রয়েছে। তাদেরকে ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সন্তান আসিফ মুনীর তন্ময় বলেন, ‘আমার পিতার হত্যাকান্ড এবং তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল চৌধুরী মইনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খান। আমার বাবার

হত্যার সাথে জড়িতদের রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কাছে বিজয়টা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক শহীদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার একমাত্র সন্তান মেঘনাগুহ ঠাকুরতা বলেন, ‘বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নায়কদের শাস্তি হয়েছে তাতে আমরা অনেক খুশি। এখনো কেউ কেউ বাকি আছে। চৌধুরী মইনুউদ্দীন ও আশরাফুজ্জামানের দন্ড কার্যকর করা যায়নি। বিদেশ থেকে তাদের ফেরত এনে বিচার কার্যকর করতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আমরা দাবি জানাই। তা না হলে বিজয়ের অর্জন পূর্ণাঙ্গ হবে না।’

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের এ দেশীয় দোসর আল-বদরের সাহায্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সংস্কৃতি কর্মীসহ বিভিন্ন পেশার বরেণ্য ব্যক্তিদের অপহরণ করা হয়। পরে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে রায়েরবাজার ও মিরপুরে তাদের হত্যা করা হয়। এ দু’টি স্থান এখন বধ্যভূমি হিসেবে সংরক্ষিত।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আল-বদর বাহিনী আরও অনেক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্থাপিত আল-বদর ঘাঁটিতে নির্যাতনের পর রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও মিরপুর কবরস্থানে নিয়ে হত্যা করে।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছেনÑ অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ডা. আলিম চৌধুরী, অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, ড. ফজলে রাব্বী, সিরাজ উদ্দিন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক জিসি দেব, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সাংবাদিক খন্দকার আবু তাহের, নিজামউদ্দিন আহমেদ, এসএ মান্নান (লাডু ভাই), এ এন এম গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, সেলিনা পারভিনসহ আরো অনেকে।

রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, একাত্তরে ত্রিশ লাখ শহীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তারা শহীদ হন এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী তাদের পরাজয় আসন্ন জেনে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী নিধনের এই পরিকল্পনা করে।

তারা স্পষ্ট দেখে- চরম বিপর্যয় আসন্ন, পরাজয় একেবারেই সন্নিকটে-

তখনই তারা সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে। তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের চোখ বেঁধে নিয়ে হত্যা করে। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে এভাবেই অন্ধকার করার পাঁয়তারা করেছিল।

কর্মসূচি: সকালে রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে সরকারিভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হবে। এর পরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ প্রতিবারের মত এবারও দেশবাসীর সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য সহকারে এই শোকাবহ দিনটিকে স্মরণ ও পালন করবে।

এ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভোরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও দেশব্যাপী সংগঠনের কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ। সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং ৭টা ৪৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। এছাড়াও সকাল সাড়ে ৮টায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্য রয়েছে আগামীকাল সকালে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান-প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল সাড়ে ৬টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত এবং সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পু®পস্তবক অর্পণ, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পু®পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা, বেলা ১১টায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হবে।

এছাড়াও জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, বঙ্গবন্ধু

গবেষণা পরিষদ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সেক্টর কমান্ডারস্ ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ’৭১, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, উদীচী, খেলাঘরসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে মৃদুলের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল এর নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় গত ৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা যুবলীগের করণীয় বিষয় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি একে আজাদ সাগর প্রমুখ।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

জন্মদিনের পার্টিতে বিষাক্ত এ্যকোনাইড ন্যাপ খেয়ে ৩ বন্ধুর মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থ-৩

কুষ্টিয়ায় জন্মদিনের পার্টিতে এনার্জি ড্রিংকের সঙ্গে হোমিও এ্যকোনাইড ন্যাপ মেডিসিন মিশিয়ে পান করে ৬ বন্ধু। পরে তারা সকলেই অসুস্থ হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি বন্ধু।

অপর তিন বন্ধু আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান। এদিকে এ্যকোনাইড ন্যাপ মাত্রাতিরিক্ত বিক্রয়ের অপরাধে রাফি হোমিও ফার্মেসী সিলগালা করেছে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরের এন.এস. রোড সংলগ্ন পাবলিক মাঠ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন শহরের আমলাপাড়া এলাকার মফিজুল ইসলামের ছেলে জিহাদুর রহমান সাজিদ (২০), থানাপাড়া এলাকার সাগরের ছেলে ফাহিম হোসেন (২১) ও আরমানের ছেলে পাভেল ইসলাম (২৩)। তারা তিনজনই বন্ধু।

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও তিন বন্ধু। তারা হলেন শহরের থানাপাড়া এলাকার শরিফ এর ছেলে সুরুজ (২০), রাজুর ছেলে শান্তি (২২) ও আড়ুয়াপাড়া এলাকার শরিফুলের ছেলে আতিকুল ইসলাম সজীব (২৩)। সুরুজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

মৃত জিহাদুর রহমান সাজিদ বিকেএসপির বাস্কেট বল খেলোয়াড়। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বন্ধু ফাহিমের জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুরে ফাহিমসহ সাজিদ, পাভেল, সুরুজ, শান্তি ও আতিকুল শহরের পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে মিলিত হয়। এ সময় স্পিড এনার্জি ড্রিংকের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশিয়ে পান করে ছয় বন্ধু।

কিছুক্ষণ পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। পরে তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাজিদ, ফাহিম ও পাভেলের মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) চিকিৎসক তাপস কুমার সরকার বলেন, বিকেলে ছয় বন্ধু একে একে হাসপাতালে এসে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসককে জানায় ডিম খাওয়ার পর থেকে তাদের মাথা ঘুরছে, শরীরের ভেতর অস্থির লাগছে। ব্যাপারটি সন্দেহজনক মনে হলে তাদের জিজ্ঞাসা করলে স্পিড এনার্জি ড্রিংকের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশিয়ে পান করার কথা স্বীকার করে ছয় বন্ধু।

পরে তাদের চিকিৎসা দেয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজনের মৃত্যু হয়। সুরুজ নামে একজনকে গুরুতর অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।
মৃত সাজিদের মামা পিয়াস বলেন, গত মাসে ভাগনে ঢাকা থেকে বাড়িতে এসেছিল। বিকেএসপির বাস্কেট বল খেলোয়াড় সাজিদ। পাশাপাশি নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে।

তিনি বলেন, শহরের কোর্ট স্টেশনের পেছনের রাফি হোমিও হল থেকে ১০০ টাকায় (এ্যকোনাইড ন্যাপ) কাচের বোতলে থাকা কিছু কিনেছিল তারা ছয় বন্ধু। পরে তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এরা সবাই তরুণ। তারা অ্যালকোহল জাতীয় দ্রব্য কোথায় পেল বা কে বিক্রি করল বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয়া হয়েছে।

এরপর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জুবায়ের হোসেন চৌধুরী রাফি হোমিও ফার্মেসী সিলগালা করে দেন।

- কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের নব গঠিত কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খামারবাড়ির মৃত্তিকা ভবন অডিটোরিয়ামে গতকাল সন্ধ্যায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি সেলিম আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় সাধারণ সম্পাদক এম এ এস ইমন বলেন, মেহেরপুর জেলাবাসীর ভালোবাসা ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সবার বিপদে-আপদে আমাদের এই কমিটি সার্বিক সহযোগিতা করে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ সময় কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

আড়াপাড়া মাঃ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন স্থগিত !

শিক্ষা অফিসারের ভুলের কারণে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।

১২-১২-২০১৯ ইং তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশারের ভুলের কারণে নির্বাচন স্থগিত করা হয় বলে জানা গেছে।

জানাগেছে, শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার ভুল শিক্ষার্থীর অভিভাবককে নির্বাচনে প্রার্থী করায় প্রতিপক্ষরা আবেদন করেন।

বিষয়টি প্রার্থী যাচাই বাছায় করার পর অবগত হয় নির্বাচনে দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার মীর হাবিবুল বাশার।

এদিকে প্রার্থী বাছায়ের পর তাদের নাম বৈধ ঘোষনা করার পর ভোটের আগে প্রার্থীতা অবৈধ ঘোষনা করায় ঐ এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

এলাকায় উত্তেজনা নিয়ে অফিসার মীর হাবিবুল বাশার চাপের মধ্যে পড়ে। পরে তিনি তার ভুল স্বীকার করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানকে অপারগতা প্রকাশ করলে নির্বাহী কর্মকর্তা আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্বাচন স্থগিত ঘোষনা করেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে লটারির মাধ্যমে ধান ক্রয়ে কৃষক নির্বাচন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার প্রকৃত চাষিদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এ লটারির মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন কার্যক্রম চলে।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রম শুরু করেন।

এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো: খলিলুর রহমান, ওসি এল এসডি মতিয়ার রহমান, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, জেলা পরিষদের সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম সহ স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ ও কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলায় ১৬ হাজার ৮৮ মে.টন ধান ক্রয়ের লক্ষে মোট ৭ হাজার ২’শ ৮৫জন কৃষককে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে ১ হাজার ৬’শ ৮৮জন কৃষককে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

- গাংনী প্রতিনিধি